**গুণগত শিক্ষা**

শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের বিষয়টি সুধীজন, শিক্ষাবিদ, শিক্ষক ও অভিভাবকসহ সুশীল সমাজকে বেশ উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। সরকার মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সর্বমহলের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি যুগান্তকারী জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছে।

গুণগত শিক্ষা বিষয়টি কেবল শিক্ষক, বিদ্যালয়, পুস্তক, শিক্ষার্থী বা শ্রেণিকক্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বা তা কোনো পদ্ধতিগত উপাদানও নয়। কারণ গুণগত শিক্ষাকে সামগ্রিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয়; যার সাথে বিদ্যালয়ের কর্মতৎপরতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। গুণগত শিক্ষা শিক্ষার্থীদেরকে ন্যায়বোধ, কর্তব্যপরায়ণতা, শৃঙ্খলা, আচরণবিধি, ধর্মনিরপেক্ষতা, বন্ধুত্বর্পূণ মনোভাব, সহাবস্থান, অনুসন্ধিৎসু, দেশপ্রেমিক, দেশের অতীত ও বর্তমান ইতিহাস, দেশের গুণীজন ও সাধারণ জনগণের প্রতি ভালোবাসাবোধ, দায়বদ্ধতা, অধ্যবসায়সহ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অন্তর্নিহিত গুণ উন্মোচনে সহায়তা করে।

‘শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড’ এ কথাটি শ্বাশত ও চিরন্তন। প্রশ্ন হলো, এক্ষেত্রে গুণগত শিক্ষার সংজ্ঞা সুনির্দিষ্টকরণ হয়েছে কি না? শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো দেশের জনগোষ্ঠীকে তাদের কৌতূহলী প্রশ্নের সমাধান করার সক্ষমতা অর্জন করার উপযোগী করে তোলা, আর গুণগত শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো, জনগোষ্ঠীকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে মানবিক ও সামাজিক মূল্যবোধ সম্পন্ন জনসম্পদে পরিণত করা। গুণগত শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি তার সমাজ ও দেশের সম্পদে পরিণত হয়, তার চিন্তা-চেতনায়, কর্মে বিশ্বমানের পরিবর্তন আসে। তাদের সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত হয়ে আচরণে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন ঘটে, প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলা করে নিজের ও সমাজের উন্নয়নে নিজেকে সক্ষম করে তোলে, ফলে সে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে যায়, প্রয়োজনে নিজেকে বদলাতে শেখে, বাঁচতে শেখে, বাঁচাতে শেখে, ভালো মানুষ হতে শেখে, শিখে নেয় কীভাবে প্রতিকূলতার সাথে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে সামনে এগিয়ে যেতে হয়। এ শিক্ষা শুরু হয় তার জম্ম থেকে এবং তা চলে আমৃত্যু। বাংলাদেশকে ২০৩০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত ১৭টি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে। এই সকল লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে গুণগত শিক্ষার বিকল্প নেই।

ইবনুল হাসান তুষার

সহকারি শিক্ষক (ইংরেজি)

রনচন্ডী স্কুল এন্ড কলেজ

কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী।